DAWAT-E-ISLAMI

রিসালা নং: ১২৮

জীবিত কন্যাকে কূপে নিক্ষেপ করল!

(কন্যা সন্তানের ফযীলত এবং ৪০টি রূহানী চিকিৎসা সম্বলিত)

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
দরূদ শরীফের ফযীলত	২	পুত্র সন্তানের রিপোর্ট পাওয়া সত্ত্বেও কন্যা সন্তানের জন্ম হল (ঘটনা)	১৫
(১) জীবিত কন্যাকে কূপে নিক্ষেপ করল!	২		
(২) আব্বু! আপনি কি আমাকে হত্যা করছেন?	৩	কন্যা সন্তান জন্মের দুইটি রিপোর্ট পাওয়া সত্ত্বেও পুত্র সন্তানের জন্ম হল	১৬
(৩) আট কন্যাকে জীবিত কবর দেয়!	৪	ভাল নিয়্যতে পুত্র সন্তানের আকাঙ্ক্ষা করা	১৭
৫টি লোমহর্ষক ঘটনা	৪	মাদানী মুন্নার জন্ম	১৭
জীবিত কন্যা শিশুকে প্রেসার কুকারে ঢুকিয়ে চুলোয় তুলে দিল আর	৫	কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য পূরণ না হওয়াও পুরস্কার	১৮
		তাবীজের ব্যাপারে ১৩টি মাদানী ফুল	১৯
আল্লাহ্ চান তবে ছেলে দান করেন বা মেয়ে অথবা কোন কিছুই দান করেন না ...	৬	৪০টি রূহানী চিকিৎসা	২০
		নিঃসন্তানদের ৪টি রূহানী চিকিৎসা	২০
কতিপয় আম্বিয়া কেরামের সন্তানদের সংখ্যা	৭	পুত্র সন্তানের জন্য ১০টি রূহানী চিকিৎসা	২১
হুযুর ﷺ পবিত্র সন্তানের সংখ্যা	৭	প্রসবের সময় সহজতা লাভের ৫টি রূহানী চিকিৎসা	২৪
কন্যা সন্তানের ফযীলতের উপর হুযুর ﷺ এর ৮টি বাণী:	৮		
		প্রসবে সহজতা লাভের দেশীয় চিকিৎসা	২৫
কন্যাদের প্রতি হুযুর ﷺ এর স্নেহ মমতা	৯	গর্ভপাত থেকে বাঁচার ৪টি রূহানী চিকিৎসা	২৬
বড় শাহ্জাদীকে এক জালিম বল্লম মেরে ...	১০	স্তন ফোলার ২টি রূহানী চিকিৎসা	২৬
নাতনীকে আংটি প্রদান করলেন	১০	ঋতুস্রাব রোগের ৪টি রূহানী চিকিৎসা	২৭
নাতনী নিজের নানাজানের কাঁধ মোবারকের উপর	১১	মায়ের দুধের ঘাটতি দূর করার ৬টি রূহানী চিকিৎসা	২৭
হাদীস শরীফে নামায বিশিষ্ট অংশের ব্যাখ্যা	১১	(৩৬) মাদানী মুন্না (ছেলে) দুধ পান করতে থাকবে	২৯
"আমলে কাছির" এর সংজ্ঞা	১২		
কোলে বাচ্চা নিয়ে নামায আদায়ের মাসয়ালা	১২	(৩৭) দুধ ছাড়ানোর জন্য	২৯
		দুধ পান করানোর জরুরী মাসয়ালা	২৯
নিঃস্ব মা তার কন্যাদের প্রতি ইছার করলেন (ঘটনা)	১৩	(৩৮) অবাধ্য সন্তানের জন্য রূহানী চিকিৎসা	৩০
ইছারের (তথা আত্মত্যাগের) সাওয়াব	১৩	(৪০) স্বামীকে নেককার ও নামাযী বানানোর উপায়	৩০
কোন কিছু দেওয়ার সময় কন্যাদের থেকে আরম্ভ করার ফযীলত	১৩		
		তথ্যসূত্র	৩১
আলট্রাসনোগ্রাফীর গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা	১৪		
আলট্রাসনোগ্রাফীর ভুল রিপোর্টে ঘর ধ্বংস করে দিল (মর্মান্তিক ঘটনা)	১৫		

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" **(মাতালিউল মুসার্‌রাত)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

জীবিত কন্যাকে কূপে নিক্ষেপ করল!

শয়তান লাখো অলসতা দিবে, এই রিসালাটি সম্পূর্ণ পাঠ করে নিন, اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ আপনি আপনার অন্তরে কন্যাদের প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি হওয়া অনুভব করবেন।

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসুলে আমীন صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ** করেছেন: "হে লোকেরা নিঃসন্দেহে কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা ও হিসাব নিকাশ থেকে তাড়াতাড়ি মুক্তি পাবে সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করে থাকে।"

(আল ফিরদৌস, ৫ম খন্ড, ৩৭৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৮২১০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১) জীবিত কন্যাকে কূপে নিক্ষেপ করল!

এক ব্যক্তি **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করল: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমরা জাহেলী যুগে মূর্তি পূজারী ছিলাম, নিজের কন্যা সন্তানদেরকে মেরে ফেলতাম। আমার এক কন্যা সন্তান ছিল। যখন আমি তাকে ডাকতাম তখন সে খুশী হত, একদিন আমি তাকে ডাকলাম তখন সে খুশি হয়ে আমার পিছনে পিছনে চলতে লাগল।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

আমরা নিকটবর্তী একটি কূপের পাশে গিয়ে পৌঁছলাম, আমি তার হাত ধরলাম এবং কূপে নিক্ষেপ করলাম। (বেচারী কেঁদে কেঁদে) আব্বাজান! আব্বাজান! বলে চিৎকার করতে রইল (আর আমি সেখান থেকে চলে আসলাম)। (এটা শুনে) **রহমতে আলম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চোখ মোবারক থেকে অশ্রু প্রবাহিত হয়ে গেল। অতঃপর **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "ইসলাম জাহেলী যুগে সংগঠিত হওয়া গুনাহ সমূহকে মিটিয়ে দেয়।"

(সুনানে দারমী, ১ম খন্ড, ১৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২, সংক্ষেপিত)

(২) আব্বু! আপনি কি আমাকে হত্যা করছেন?

এক ব্যক্তি আরয করল; **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! যখন থেকে আমি মুসলমান হলাম। আমার মধ্যে ইসলামের স্বাদ (মিষ্টতা) নসীব হয়নি, জাহেলী যুগে আমার এক কন্যা ছিল, আমি আমার স্ত্রীকে আদেশ দিলাম যেন তাকে (সুন্দর পোষাক ইত্যাদি দ্বারা) সজ্জিত করে দেওয়া হয়। অতঃপর আমি তাকে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে হাঁটতে লাগলাম (এবং) একটি গভীর গর্তের পাশে গিয়ে তাকে তার মধ্যে নিক্ষেপ করছিলাম, তখন সে (অস্থিরতার সাথে কান্না করে) বলতে লাগল: يَا اَبَتِ قَتَلْتَنِيْ؟ অর্থাৎ- আব্বু! আপনি কি আমাকে হত্যা করছেন? কিন্তু আমি (তার কান্নাকাটি, চিৎকার, আহাজারির পরওয়া না করে) তাকে ঐ গভীর গর্তে নিক্ষেপ করলাম। **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! যখন আমার কন্যার এই বাক্য (আব্বু! আপনি কি আমাকে হত্যা করছেন?) স্মরণে আসে, তখন (অস্থির হয়ে যায়) অতঃপর আমার মাঝে কোন কিছুই ভাল লাগেনা। **হুযুর তাজেদারে রিসালাত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "ইসলাম জাহেলী যুগে সংগঠিত হওয়া সবল গুনাহ কে মিটিয়ে দেয়। যেভাবে ইসলাম অবস্থায় (অর্থাৎ- মুসলমান অবস্থায়) সংগঠিত হওয়া গুনাহ কে ইসতিগফার মিটিয়ে দেয়।" (তাফসীরে কবীর, ৭ম খন্ড, ২২৫ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! "ইসতিগফার" এর অর্থ ক্ষমা প্রার্থনা করা, আর ক্ষমা প্রার্থনা সগীরা ও কবীরা উভয় প্রকার গুনাহের জন্য করা হয়ে থাকে। সুতরাং **আল্লাহ্ তাআলা** যদি চান তবে আপন দয়ায় এই দোয়া কবুল করে ছোট-বড় সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেন। অবশ্য সাধারণ আমল সম্পর্কে মুহাদ্দিসীনে কেরাম ও ওলামায়ে ইজামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এই মাসয়ালা স্পষ্ট করেছেন যে, কবীরা গুনাহ শুধুমাত্র তাওবার দ্বারা মাফ হয়। আর অন্যান্য আমল যেগুলোর দ্বারা গুনাহ মাফ হওয়ার সুসংবাদ রয়েছে, তা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে শুধুমাত্র সগীরা গুনাহ মাফ হওয়া।

(৩) আট কন্যাকে জীবিত কবর দেয়!

হযরত সায়্যিদুনা কায়ছ বিন আছেম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বারগাহে রিসালাতে আরয করলেন: আমি জাহেলী যুগে আমার আটজন কন্যাকে জীবিত কবর দিয়েছি। **মাহবুবে রাব্বুল ইবাদ, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "প্রত্যেকটির বিনিময়ে একটি করে গোলাম আযাদ করো।" সে আরয করল: আমার নিকট উট রয়েছে। **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "ইচ্ছা করলে প্রত্যেকের পক্ষ থেকে একটি করে উট কোরবানী করে দাও।"

(কানযুল উম্মাল, ২য় খন্ড, ২৩১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৬৮৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

৫টি লোমহর্ষক ঘটনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা জীবিত কন্যাকে দাফন করে দেয়া সম্পর্কিত জাহেলী যুগের চিত্র লক্ষ্য করেছেন। আফসোস! আরেকবার পুনরায় কিছু লোক ইসলামী শিক্ষা ভুলে যাওয়ার কারণে কন্যা সন্তানের জন্মকে খারাপ ও নির্দয় মনে করছে, যার কারণে বর্তমানে হত্যা অরাজকতার মত ঘটনা ঘটছে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

ইন্টারনেটে প্রদত্ত ৫টি লোমহর্ষক ঘটনা পরিবর্তন সহকারে উপস্থাপন করছি: (১) **আল্লাহ্**র পানাহ! জাহেলী যুগের স্মরণ তাজা হয়ে গেল। ৬ষ্ঠ কন্যা জন্মগ্রহণ করার কারণে অত্যাচারী পিতা দশ দিনের বাচ্চাকে পানির টবে ডুবিয়ে মেরে ফেলে, বাদানুবাদের ফলে স্ত্রীকে ঘুমন্ত অবস্থায় গুলি করে হত্যা করে ফেলে, অপরাধীকে গ্রেফতার করা হয়। (২) কয়েক সপ্তাহ আগে এক ব্যক্তি কন্যা সন্তান জন্ম হওয়ার কারণে স্ত্রীকে আগুন লাগিয়ে মেরে ফেলে। (৩) জুলাই মাসে কন্যা সন্তানের জন্মের কারণে পঁচিশ বছরের স্ত্রীকে স্বামী ও শশুর বাড়ীর লোকেরা জীবিত জ্বালিয়ে দিয়েছে। (৪) ভালবেসে একে অপরের বিবাহ হয়, **আল্লাহ্ তাআলা** এক ছেলে ও দুই মেয়ে দান করেন, কিছু দিন পর তৃতীয় কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। এতে রাগান্বীত হয়ে নির্বোধ স্বামী স্ত্রীকে খুব মারধর করে, এতে সে বেহুশ হয়ে পড়ে আর হাসপাতালে পৌঁছার পর বেচারী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। (৫) এক দিনের কন্যা সন্তানকে জীবিত দাফন করেছে; পাঞ্জাব (পাকিস্তানে) এক গ্রাম্য এলাকায় নির্দয় বাবা এক দিনের কন্যা সন্তানকে জীবন্ত দাফন করেছে। পুলিশ অপরাধীকে আটক করে। বর্ণনা অনুসারে অপরাধীর ঘরে ৬ষ্ঠ কন্যা শিশুর জন্ম হয়, অত্যাচারী বাবার বর্ণনা হচ্ছে তার কন্যা খারাপ আকৃতির ছিল, তার চেহারা বিকৃত ছিল যার কারণে সে ডাক্তারকে বিষাক্ত ইনজেকশন দেওয়ার জন্য বলে, কিন্তু ডাক্তার অস্বীকৃতি জানালে সে বাচ্চাকে জীবিত দাফন করে।

(রোজনামা জঙ্গ অনলাই সংবাদপত্র থেকে, ১৪ জুলাই, ২০১২)

জীবিত কন্যা শিশুকে প্রেসার কুকারে ঢুকিয়ে চুলায় তুলে দিল আর ...

কাশ্মীরের কোন এক এলাকায় এক ব্যক্তির পাঁচটি মেয়ে ছিল। ৬ষ্ঠ বার সন্তান জন্ম হওয়ার সময় সন্নিকট ছিল। একদিন সে তার স্ত্রীকে বলল: যদি এবারও তুমি কন্যা সন্তানের জন্ম দাও, তাহলে আমি তোমাকে কন্যা শিশুসহ হত্যা করে ফেলব।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

১৪২৬ হিজরী সনের রমযানুল মোবারকের তৃতীয় রাত (৮/১০/২০০৫) পুনরায় একটি কন্যা শিশু ভূমিষ্ট হল। সকালে বাচ্চার মায়ের আহাজারীকে পরোয়া না করে ঐ নির্দয় পিতা **আল্লাহ্র** পানাহ! নিজের ফুলের মত জীবিত মেয়েটিকে নিয়ে প্রেসার কুকারে ঢুকিয়ে চুলায় তুলে দিল! হঠাৎ প্রেসার কুকার ফেটে গেল আর সাথে সাথেই ভয়ানক ভূমিকম্প এসে পড়ল! আর দেখতে দেখতেই ঐ জালিম ব্যক্তি জমিনের ভিতর ধসে গেল। মেয়ের মাকে আহত অবস্থায় রক্ষা করা হল। আর সম্ভবত এইর মাধ্যমে এ হৃদয় বিদারক ঘটনার জানা গিয়েছিল। এই ভূমিকম্পে এক জরিপ মতে দুই লাখেরও বেশি ব্যক্তি মারা গিয়েছে।

আল্লাহ্ চান তবে ছেলে দান করেন বা মেয়ে অথবা কোন কিছুই দান করেন না

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ইসলাম কন্যাকে সম্মান দিয়েছে, তার মর্যাদাকে উঁচু করেছে। মুসলমান **আল্লাহ্ তাআলার** বিনয়ী বান্দা এবং তাঁর হুকুমের অনুসারী, ছেলে হোক কিংবা মেয়ে বা নিঃসন্তান, সর্বাবস্থায় তাঁর সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। পারা ২৫, সূরা শূরা, আয়াত- ৪৯-৫০ এ ইরশাদ হচ্ছে:

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ ۙ﴿۴۹﴾ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّ اِنَاثًا ۚ وَ يَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ﴿۵۰﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: **আল্লাহ্রই** জন্য আসমান সমূহ ও যমীনের রাজত্ব, তিনি সৃষ্টি করেন যা ইচ্ছা করেন, যাকে চান কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে চান পুত্র সন্তান দান করেন। অথবা উভয়ই যুক্তভাবে প্রদান করেন পুত্র ও কন্যা সন্তান। যাকে চান বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয় তিনি জ্ঞানময় শক্তিমান।

www.dawateislami.net

কতিপয় আম্বিয়া কেরামের সন্তানদের সংখ্যা

"খাযাইনুল ইরফান" এর মধ্যে ৫০ নং আয়াতের এই অংশ ("যাকে চান বন্ধ্যা করে দেন") এ পাদটীকায় রয়েছে: (অর্থাৎ) তার সন্তানই না হওয়া। **তিনি** (অর্থাৎ **আল্লাহ্ তাআলা**) হচ্ছেন মালিক, তাঁর নেয়ামতকে যেভাবে চান বন্টন করেন, যাকে যা ইচ্ছা দান করেন। নবীগণের عَلَيْهِمُ السَّلَام এর মধ্যেও এসব অবস্থা পাওয়া যায়, হযরত লুত ও হযরত শুয়াইব عَلَيْهِمَا السَّلَام এর শুধু কন্যা সন্তান ছিল, কোন পুত্র সন্তান ছিলনা এবং হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ السَّلَام এর শুধু মাত্র পুত্র সন্তান ছিল, তাঁর কোন কন্যা সন্তান ভূমিষ্টই হয়নি। আর **সায়্যিদুল আম্বীয়া, হাবীবে কিবরীয়া, মুহাম্মদ মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে **আল্লাহ্ তাআলা** চার পুত্র সন্তান ও চার কন্যা সন্তান দান করেন। (খাযাইনুল ইরফান, ৮৯৮ পৃষ্ঠা)

হুযুর ﷺ পবিত্র সন্তানের সংখ্যা

হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم চার পুত্র সন্তানের কথা যদিও "খাযাইনুল ইরফান" এর মধ্যে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এতে মত পার্থক্য রয়েছে, তিন পুত্রের ও উল্লেখ রয়েছে এবং দুই পুত্রের ও অতঃপর "তাজকিরাতুল আম্বীয়া" ৮২৭পৃষ্ঠায় রয়েছে; **তাঁর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তিন পুত্র সন্তান রয়েছে: কাসিম, ইবরাহীম, আব্দুল্লাহ্। মনে রাখবেন! তৈয়্যব, মুতায়্যিব, তাহির ও মাতাহহির (অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ্ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ) এর উপাধী ছিল। এরা কোন আলাদা সন্তান ছিলেন না। (তাজকিরাতুল আম্বীয়া, ৮২৭ পৃষ্ঠা) হযরত আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ "সিরাতে মুস্তফা"র ৬৮৭ পৃষ্ঠায় লিখেন: এই কথার উপর সমস্ত ঐতিহাসিকগণ একমত যে, **হুযুর আকদাস** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তানের সংখ্যা ছয়। দুই পুত্র সন্তান হযরত কাসিম ও হযরত ইব্রাহীম (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا) এবং চার কন্যা সন্তান; হযরত যয়নব, হযরত রুকাইয়্যাহ, হযরত উম্মে কুলছুম ও হযরত ফাতেমা (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُنَّ) কিন্তু কতিপয় ঐতিহাসিকগণ এটা বর্ণনা করেছেন যে,

www.dawateislami.net

তাঁর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একজন পুত্র আব্দুল্লাহ্ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ ও ছিল, যার উপাধী তৈয়্যব ও তাহির ছিল। এই কথার উপর ভিত্তি করে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সন্তানের সংখ্যা সাত অর্থাৎ তিন পুত্র সন্তান ও চার কন্যা সন্তান।

(সিরাতে মুস্তফা, ৬৮৭ পৃষ্ঠা)

কন্যা সন্তানের ফযীলতের উপর হুযুর ﷺ এর ৮টি বাণী:

(১) "কন্যাদেরকে খারাপ মনে করোনা, নিঃস্বন্দেহে তারা ভালবাসা প্রদর্শণকারিনী।"[১] (২) "যার (ঘরে) কন্যা সন্তান ভূমিষ্ট হয় এবং সে তাকে কষ্ট না দেয় আর তাকে খারাপও মনে করে না এবং পুত্রকে কন্যার চেয়ে বেশি প্রাধান্য দেয় না, তাহলে **আল্লাহ্ তাআলা** ঐ ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।"[২] (৩) "যে ব্যক্তির উপর কন্যা সন্তানের লালন পালনের দায়িত্ব এসে পড়ে এবং সে তাদের সাথে সুন্দর আচরণ করে, তাহলে এই কন্যাগণ তার জন্য জাহান্নামে যেতে বাধা হবে।"[৩] (৪) "যখন কারো (ঘরে) কন্যা সন্তান ভূমিষ্ট হয়, তখন **আল্লাহ্ তাআলা** ফেরেস্তা প্রেরণ করেন। যে এসে বলে: "اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْت অর্থাৎ- হে ঘরের অধিবাসী! তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।" অতঃপর ফেরেস্তা ঐ বাচ্চাকে তার পাখার ছায়ায় নিয়ে নেন এবং তার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলেন: এটা হল একটি দূর্বল প্রাণ, যে একজন দূর্বল থেকে ভূমিষ্ট হয়েছে। যে ব্যক্তি এই দূর্বল প্রাণের লালন পালনের দায়িত্ব নিবে। কিয়ামত পর্যন্ত **আল্লাহ্ তাআলার** সাহায্য তার সাথে থাকবে।"[৪] (৫) "যার তিন কন্যা সন্তান রয়েছে, সে তাদের সাথে ভাল আচরণ করে, তবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।"

---

১ (মুসনদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৩৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৭৩৭৮)
২ (আল মুসতাদরাক, ৫ম খন্ড, ২৪৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৭৪২৮)
৩ (মুসলিম, ১৪১৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৬২৯)
৪ (মাযমাউয যাওয়ায়িদ, ৮ম খন্ড, ২৮৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৩৪৮৪)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

আরয করা হল: আর যদি দুটি হয় তখন? ইরশাদ করলেন: "দুইটি হলে তখনও (ওয়াজিব)।" আরয করা হল: যদি একটি হয়? তখন ইরশাদ করলেন: "যদি একটি হয় তখনও (ওয়াজিব)।"[১] (৬) "যার তিন কন্যা সন্তান বা তিন বোন রয়েছে অথবা দুই কন্যা সন্তান বা দুই বোন রয়েছে অতঃপর সে তাদের ভালভাবে লালন পালন করে এবং তাদের কার্যাবলীর ব্যাপারে **আল্লাহ্ তাআলা**কে ভয় করে, তাহলে তার জন্য জান্নাত রয়েছে।"[২] (৭) "যার তিন কন্যা সন্তান ও তিন বোন রয়েছে এবং সে তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করে তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[৩] (৮) "যে ব্যক্তি নিজের দুই কন্যা সন্তান বা দুই বোন অথবা আত্মীয়ের দুই কন্যার জন্য সাওয়াবের নিয়্যতে খরচ করে। এমনকি **আল্লাহ্ তাআলা** তাদেরকে অমুখাপেক্ষী করে দেয় (অর্থাৎ তাদের বিয়ে হয়ে যায় বা তারা সম্পদশালী হয়ে যায় অথবা তাদের মৃত্যু হয়)। তবে তারা তার জন্য আগুরে থেকে দেয়াল হয়ে যাবে।"[৪]

কন্যাদের প্রতি হুযুর ﷺ এর স্নেহ মমতা

হযরত সায়্যিদাতুনা বিবি ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا যখন **মাহবুবে রব্বুল ইজ্জত, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপস্থিত হতেন, তখন **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দাঁড়িয়ে তাঁর প্রিতি মনোনিবেশ করতেন। অতঃপর আপন প্রিয় হাত তাঁর হাতে নিয়ে চুমু দিতেন। তারপর তাঁকে নিজের বসার স্থানে বসাতেন, অনুরূপভাবে যখন **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সায়্যিদাতুনা বিবি ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর কাছে তাশরীফ নিতেন, তখন তিনি দেখে দাঁড়িয়ে যেতেন, (এবং)

---

১ (মুজামুল আওসাত, ৪র্থ খন্ড, ৩৪৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৬১৯৯)
২ (তিরমিযী, ৩য় খন্ড, ৩৬৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৯২৩)
৩ (তিরমিযী, ৩য় খন্ড, ৩৬৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৯১৯)
৪ (মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ১০ম খন্ড, ১৭৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৬৫৭৮)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" **(কানযুল উম্মাল)**

তাঁর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হাত মোবারক নিজের হাতে নিয়ে চুমু দিতেন এবং **তাঁকে** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন স্থানে বসাতেন। **(আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৪৫৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫২১৭)**

বড় শাহ্জাদীকে এক জালিম বল্লম মেরে.....

হযরত সায়্যিদাতুনা যয়নব رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا **রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্সম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সবচেয়ে বড় কন্যা। যিনি নবুয়ত প্রকাশের দশ বছর পূর্বে মক্কা মুকার্‌রমায় زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا জন্মগ্রহণ করেন। বদর যুদ্ধের পর **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে মক্কা মুকার্‌রমা زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا থেকে মদীনায়ে মুনাওয়ারায় زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا আহ্বান করলেন। যখন তিনি হিজরতের উদ্দেশ্যে উটের উপর আরোহন করে মক্কায়ে মুকার্‌রমা زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا থেকে বের হলেন, তখন কাফেররা তাঁর পথ রুখে দিলো, এক জালিম বল্লম মেরে তাকে মাটিতে ফেলে দিল, যার কারণে তাঁর গর্ভপাত হল (অর্থাৎ- বাচ্চা ঐ সময় পেটেই মারা গিয়ে ছিল)। **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই ঘটনায় খুবই দুঃখিত হলেন, সুতরাং **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর ফযীলতের ব্যাপারে ইরশাদ করেন: "هِیَ اَفْضَلُ بَنَاتِیْ اُصِیْبَتْ فِیَّ অর্থাৎ- সে আমার কন্যাদের মাঝে এই কারণেই উত্তম যে আমার প্রতি হিজরত করার কারণে এত বড় কষ্ট স্বীকার করেছে।" যখন ৮ম হিজরীতে হযরত সায়্যিদাতুনা যয়নব رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا ইন্তেকাল করলেন, তখন **সুলতানে মদীনা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর জানাযার নামায পড়ালেন এবং স্বয়ং আপন হাত মোবারক দ্বারা তাঁকে কবরে রাখলেন।

(শরহুয্ যুরকানী আলাল মাওয়াহিব, ৪র্থ খন্ড, ৩১৮ পৃষ্ঠা থেকে সংগৃহীত)

নাতনীকে আংটি প্রদান করলেন

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا বলেন: নাজ্জাশীর বাদশাহ্;

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

সারওয়ারে কায়েনাত, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে কিছু অলংকারের উপহার সামগ্রী পাঠিয়েছেন। এর মধ্যে একটি কালো পাথরের আংটিও ছিল। **আল্লাহ্র প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঐ আংটিকে ছড়ি বা নিজ আঙ্গুল মোবারক দ্বারা স্পর্শ করলেন এবং তাঁর বড় শাহ্জাদী হযরত সায়্যিদাতুনা যয়নব رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর প্রিয় কন্যা অর্থাৎ- নিজের নাতনী উমামা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا কে ডাকলেন আর ইরশাদ করলেন: "হে ছোট মেয়ে!" এটা তুমি (আঙ্গুলে) পরিধান করে নাও।" **(আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ১২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪২৩৫)**

নাতনী নিজের নানাজানের কাঁধ মোবারকের উপর

"বুখারী শরীফে" বর্ণিত রয়েছে; হযরত সায়্যিদুনা আবু কাতাদাহ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বর্ণনা করেন: **আল্লাহ্ তাআলার মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের কাছে তাশরীফ আনেন, তখন তিনি (আপন নাতনী) উমামা বিনতে আবুল আসকে رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا নিজের কাঁধ মোবারকে উঠানো অবস্থায় ছিলেন। অতঃপর তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নামায পড়াতে লাগলেন। তবে রুকুতে যাওয়ার সময় তাঁকে নামিয়ে দিতেন, আর যখন দাঁড়াতেন তখন তাঁকে উঠিয়ে নিতেন।

(বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ১০০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫৯৯৬)

হাদীস শরীফে নামায বিশিষ্ট অংশের ব্যাখ্যা

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারী মুফতী শরীফুল হক আমজাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আলোচ্য হাদীস শরীফের পাদটীকায় লিখেন করেন: ছোট বাচ্চাকে কোলে নিয়ে নামায আদায়ের ব্যাপারে (কিছু লোকের) এই ধারণা যে, নামায হবে না। এই ধারণার অবসান করার জন্য ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই অধ্যায়টি প্রনয়ন করেন এবং এই হাদীসটি উল্লেখ করেন। যদি ছোট বাচ্চার শরীর ও কাপড় পবিত্র হয় যদি নামানোতে এবং কোলে নিতে "আমলে কাছির" না হয়, তাহলে ছোট বাচ্চাকে কোলে নিয়ে নামায আদায় করতে কোন অসুবিধা নেই।

(নুজহাতুল ক্বারী, ২য় খন্ড, ১৯৮)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

"তাফহীমুল বুখারী"তে এই হাদীস শরীফের পাদটীকায় বর্ণিত রয়েছে: **সায়্যিদে আলম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জায়েয (বৈধ) বর্ণনা করার জন্য এরূপ করেছেন। এটা **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য মাকরূহ ছিল না (বরং **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য তা সাওয়াবের মাধ্যম ছিল।) (তাফহীমুল বুখারী, ১ম খন্ড, ৮৬৪ পৃষ্ঠা)

"আমলে কাছির" এর সংজ্ঞা

উল্লেখিত ব্যাখ্যায় "আমলে কাছির"র আলোচনা করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আরয হচ্ছে যে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত কিতাব "নামাযের আহকাম" এর মধ্যে বর্ণিত রয়েছে: "আমলে কাছির" নামায ভঙ্গ করে দেয়। যদি তা নামাযের আমলগুলোর মধ্যকার না হয়, কিংবা নামাযকে সংশোধনের জন্য করা না হয়। যে কাজ সম্পাদনকারীকে দূর থেকে দেখে এমন মনে হয় যে, নামাযের মধ্যে নেই। বরং যদি ধারণ প্রবল হয়, সে নামাযের মধ্যে নেই। তবে "আমলে কাছির" (হিসেবে গন্য) হবে, আর যদি দূর থেকে দেখা ব্যক্তির সন্দেহ হয়, সে নামাযের মধ্যে আছে কিংবা নেই, তাহলে "আমলে কালিল" হবে এবং নামায ভঙ্গ হবে না। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৪৬৪ পৃষ্ঠা)

কোলে বাচ্চা নিয়ে নামায আদায়ের মাসয়ালা

বাহারে শরীয়াত ১ম খন্ড, ৪৭৬ পৃষ্ঠার মধ্যে বর্ণিত রয়েছে: যদি কোলে এত ছোট বাচ্চা নিয়ে নামায আদায় করে যে, স্বয়ং তার কোলের মধ্যে (বাচ্চা) নিজের শক্তিতে থামতে পারে না বরং তার (নামাযী) থামানোর ফলে (সে) স্থীর থাকে এবং তার শরীর বা কাপড় নামায না হওয়া সমপরিমাণ নাপাকী থাকে তবে নামায হবে না। কেননা, সে তাকে (কোলে) উঠিয়েছে, আর যদি সে নিজের শক্তিতে থামতে পারে। তার (অর্থাৎ নামাযীর) নড়াচড়ার প্রতি মুখাপেক্ষী নয়, তাহলে নামায হয়ে যাবে। কেননা, এখন সে তাকে উঠাইনি তার পরও অপ্রয়োজনে মাকরূহ থেকে মুক্ত নয়, যদিও তার শরীর ও কাপড়ে নাপাকী নাও থাকে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।" **(আব্দুর রাজ্জাক)**

নিঃস্ব মা তার কন্যাদের প্রতি ইছার করলেন (ঘটনা)

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا বলেন: আমার কাছে এক মিসকীন মহিলা আসলো, যার সাথে তার দুটি কন্যা সন্তানও ছিলো। আমি তাকে তিনটি খেজুর দিলাম, সে প্রত্যেককে একটি করে খেজুর দিলেন। অতঃপর যে খেজুরটি সে খেতে চাইলেন দু'টুকরো করে ঐ খেজুরও তাদেরকে (দুই কন্যাকে) খাইয়ে দিলেন। আমি এই ঘটনায় খুবই আশ্চার্য্য হলাম। আমি **নবীয়ে মুকার্‌রম, নূরে মুজাস্‌সম, রাসুলে আকরাম, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে ঐ মহিলার ইছারের ব্যাপারে বর্ণনা করলাম তখন **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "**আল্লাহ্ তাআলা** এই ইছারের কারণে ঐ মহিলার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে দিলেন।" **(মুসলিম, ১৪১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৬৩০)**

ইছারের (তথা আত্মত্যাগের) সাওয়াব

مَاشَآءَاللّٰہ! "ইছার" এর কেমন মর্যাদা রয়েছে, আহ! আমরাও নিজের পছন্দনীয় বস্তু ইছার করা শিখে নিতাম! উৎসাহ উদ্দীপনার জন্য এই হাদীস শরীফটি শুনুন: **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি কোন বস্তুর প্রতি আকাঙ্ক্ষা রাখে, অতঃপর ঐ আকাঙ্ক্ষাকে দমন করে নিজের উপর অপরকে প্রাধান্য দেয়। তবে **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে ক্ষমা করে দেন।"

(ইহ্‌ইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ১১৪ পৃষ্ঠা)

কোন কিছু দেওয়ার সময় কন্যাদের থেকে আরম্ভ করার ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সম, শাহানশাহে বনি আদম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) বাজার থেকে নিজের বাচ্চাদের জন্য কোন নতুন জিনিষ নিয়ে আসেন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।" (হাকিম)

তবে তা ঐ বাচ্চাদের প্রতি সদকাকারীর মত এবং তার উচিত যেন কন্যাদের থেকে আরম্ভ করে। কেননা, **আল্লাহ্ তাআলা** কন্যাদের প্রতি দয়া করেন আর যে ব্যক্তি নিজের কন্যাদের প্রতি দয়া ও নম্রতা প্রদর্শন করে সে **আল্লাহ্**র ভয়ে কান্নাকারীর মত। এবং যে নিজের কন্যাদেরকে খুশী করে, **আল্লাহ্ তাআলা** কিয়ামতের দিন তাকে খুশি করবেন।" (আল ফিরদৌস, ২য় খন্ড, ২৬৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫৮৩০)

আলট্রাসনোগ্রাফীর গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা

শতকোটি আফসোস! আজকাল মুসলমানদের কিছু সংখ্যক "কন্যা" সন্তানের জন্মকে অপছন্দ করে থাকে এবং কিছু বাবা-মা পেটে কন্যা সন্তান না পুত্র সন্তান তা জানার জন্য আলট্রাসনোগ্রাফীও করিয়ে থাকে! অতঃপর রিপোর্টে কন্যা সন্তানের চিহ্ন পাওয়া অবস্থায় অনেকে مَعَاذَ الله (**আল্লাহ্**র পানাহ্) গর্ভপাত (নষ্ট) করাতেও আফসোস করে না। আলট্রাসনোগ্রাফী করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা জেনে নিন: যদি রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্য হয়, তবে তা সনাক্ত করার জন্য বেপর্দা হওয়া সত্ত্বেও অভিজ্ঞ ডাক্তার বলার কারণে মহিলা কোন মুসলমান মহিলার (আর যদি পাওয়া না যায় তবে অপারগ অবস্থায় কোন পুরুষ ইত্যাদির) মাধ্যমে আলট্রাসনোগ্রাফী করাতে পারবে। কিন্তু কন্যা সন্তান না পুত্র সন্তান তার জ্ঞান অর্জন করার সম্পর্কে যেহেতু রোগ নিরাময়ের জন্য নয় আর আলট্রাসনোগ্রাফীর মধ্যে মহিলার সতর (অর্থাৎ ঐ সমস্ত অঙ্গ যেমন নাভীর নিচের অংশ) বেপর্দা হয়ে থাকে। সেহেতু এই কাজ পুরুষ তো পুরুষ কোন মুসলমান মহিলা দ্বারাও করানো হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।" **(সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)**

আলট্রাসনোগ্রাফীর ভুল রিপোর্টে ঘর ধ্বংস করে দিল (মর্মান্তিক ঘটনা)

সমস্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণা যেহেতু নিশ্চিত নয়, সেহেতু পুত্র বা কন্যার বিষয়ে হোক বা অন্য কোন রোগের হোক, আলট্রাসনোগ্রাফীর রিপোর্ট সঠিক হবে এটা জরুরী নয়। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী চ্যানেলের সাপ্তাহিক পরিচিত অনুষ্ঠান **"এ্যয়ছা কিউ হোতা হেঁ?"** এর ১৪ পর্বে, **"জুলুম কি ইন্তিহা (চরম পর্যায়ের জুলুম)"** এর মধ্যে পাকিস্তানি ল্যাবরেটরীর একজন গবেষক নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে কিছু এইভাবে বললেন: এক মহিলার প্রাথমিক অবস্থায় আলট্রাসনোগ্রাফীর রিপোর্টে আসা কন্যা সন্তানের সংবাদ যখন (তার) স্বামী শুনতে পেল, তখন শুনতেই বেচারীকে তালাক দিয়ে দেয়। কিন্তু যখন সময় পূর্ণ হল, তখন পুত্র সন্তানই ভূমিষ্ট হল। কিন্তু আহ! আলট্রাসনোগ্রাফীর রিপোর্টে অন্ধ-বিশ্বাসকারী ব্যক্তির বোকামীর কারণে ঐ দুঃখিনী স্ত্রীর ঘর ধ্বংস হয়ে গেল!

পুত্র সন্তানের রিপোর্ট পাওয়া সত্ত্বেও কন্যা সন্তানের জন্ম হল (ঘটনা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আলট্রাসনোগ্রাফীর রিপোর্ট চূড়ান্ত (অর্থাৎ **FINAL**) নয়। এ প্রসঙ্গে আরেকটি 'ঘটনা' লক্ষ্য করুন: **দা'ওয়াতে ইসলামী**র এক মুবাল্লীগের বর্ণনার সারাংশ হচ্ছে; আমার এক সহযোগী সৈনিক অফিসার ছিল। ২০০৬ বা ২০০৭ সালে আলট্রাসনোগ্রাফীর রিপোর্ট অনুসারে তার স্ত্রী এক পুত্র সন্তানের মা হতে যাচ্ছেন, ঐ রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে আমার বন্ধুর মা (অর্থাৎ অনাগত বাচ্চার দাদী) বড় আশা নিয়ে, নাতীর জন্য (পুরুষালী) পোষাক তৈরী করেন। কিন্তু যখন ভূমিষ্ট হল, তখন কন্যা সন্তান জন্ম লাভ করল। এখন তো দাদীর আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে কুয়াশা পড়ল।

www.dawateislami.net

তার নাক কাটা গেল, (অর্থাৎ অসম্মানী হল) তখন সে তার সমস্ত রাগ কন্যা সন্তান প্রসবকারীনি বউয়ের উপর বকা-ঝকা করে দমন করলেন। (**আল্লাহ্**র পানাহ! যেন বউ নিজের ইচ্ছায় কন্যা সন্তান প্রসব করেছে!)

কন্যা সন্তান জন্মের দুইটি রিপোর্ট পাওয়া সত্ত্বেও পুত্র সন্তানের জন্ম হল

দা'ওয়াতে ইসলামীর আর্ন্তজাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় (বাবুল মদীনা করাচী) অবস্থিত জামেয়াতুল মদীনার এক শিক্ষকের বর্ণনা; ২০১৩ সালের কথা আমার ঘরে আরেকটি বাচ্চা ভূমিষ্ট হওয়ার আশাবাদী ছিলাম اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ প্রথম থেকেই এক পুত্র ও তিন কন্যা সন্তান বিদ্যমান ছিল। চিকিৎসার প্রয়োজনে বিভিন্ন মাসে তিনটি আলট্রাসনোগ্রাফী করা হয়। প্রথম আলট্রাসনোগ্রাফকারী পুত্র সন্তানের সংবাদ দেন। অর্থাৎ আরো দুইটি আলট্রাসনোগ্রাফী একজন অভিজ্ঞ মহিলা ডাক্তার করালেন আর তিনি দুই বারই কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের বরকতে আমার মনমানসিকতা আগে থেকে তৈরী ছিল যে, এই পরীক্ষাগুলো ধারণা মূলক নিশ্চিত নয় আর সত্য কথা হল এইবার আমার (আরেকটি) পুত্র সন্তানের আকাঙ্ক্ষা ছিল। (যার কারণে আমি আলীম ও মুফতী এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লীগ বানানোর মত বিভিন্ন নিয়্যত করে নিলাম)। এজন্য আমি **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে এই দোয়া করা বাদ দেয়নি; হে **আল্লাহ্ তাআলা!** আমাদেরকে এমন পুত্র সন্তান দান করো, যে দুনিয়া ও আখিরাতে আমাদের জন্য উত্তম হয়। কিন্তু কন্যা সন্তান জন্ম লাভ করলেও আমি **আল্লাহ্**র দরবারে শোকরিয়াই আদায় করতাম। কেননা, যখন থেকে আমি **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই ফরমানে আলীশান পাঠ করলাম: "কন্যাদের খারাপ মনে করো না,

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

নিঃসন্দেহে তারা ভালবাসা প্রদর্শনকরীনি।"[২] (তখন থেকে) আমার কন্যাদের প্রতি আমার ভালবাসা আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল। যাহোক ১৬ই সেপ্টেম্বর ২০১৩ সালে যখন সন্তান ভূমিষ্ট হল তখন আলট্রাসনোগ্রাফীর দুইটি রিপোর্টের সম্পূর্ণ বিপরীত চাঁদের মত সুন্দর একটি মাদানী মুন্না জন্মগ্রহণ করল। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى ذٰلِك (অর্থাৎ- এই জন্য **আল্লাহ্ তাআলার** কাছে শোকরিয়া জ্ঞাপন করছি)

ভাল নিয়্যতে পুত্র সন্তানের আকাঙ্ক্ষা করা

স্মরণ রাখবেন! কন্যাদের প্রতি ঘৃণা না রাখা এবং **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকা মুসলমান পুত্র সন্তান জন্মের আকাঙ্ক্ষা করা আর এর জন্য দোয়া করা, এমনকি ওযীফা পাঠ করা ও তাবিজ ইত্যাদি ব্যবহার করা নিঃসন্দেহে জায়েয বরং হাফিজ, ক্বারী, আলীম, মুফতী এবং **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মুবাল্লীগ বানানোর মত ভাল ভাল নিয়্যত থাকলে তবে (তার জন্য) সাওয়াবও রয়েছে (এই নিয়্যত সমূহ কন্যা সন্তানের জন্যও করা যেতে পারে)। **দা'ওয়াতে ইসলামীর** সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলদের সাথে সুন্নাত ভরা সফর করে দোয়াকারীদেরও অনেক সময় (অন্তরের) আশা–আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়ে যায়। সুতরাং পুত্র সন্তান দ্বারা কোল ভরে যাওয়ার মাদানী বাহার লক্ষ্য করুন।

মাদানী মুন্নার জন্ম

কাছবা কলোনীর (বাবুল মদীনা করাচী) এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারাংশ: আমাদের বংশে যথেষ্ট কন্যা সন্তান রয়েছে। চাচাজানের সাত জন কন্যা তো বড় ভাইয়ের নয়জন! আমার বিবাহ হয়েছে কিন্তু আমার ঘরেও কন্যা সন্তান ভূমিষ্ট হয়। কিছু পরিবারের বর্তমানে সাধারণ মন মানসিকতা অনুযায়ী ধারণা হয়ে থাকে যে, কেউ হয়ত যাদু করে পুত্র সন্তান জন্মের বংশ পরম্পরা বন্ধ করে দিয়েছে।

---

[২] (মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৩৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৭৩৭৮)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

আমি নিয়্যত করলাম যদি আমার পুত্র সন্তান জন্ম নেয় তবে আমি এক মাসের মাদানী কাফেলায় সফর করব। আমার মাদানী মুন্নীর আম্মা একবার স্বপ্নে দেখলেন যে, আসমান থেকে একটি কাগজের টুকরা তার পাশে এসে পড়ল (সে) তা উঠিয়ে দেখলো, তাতে লিখা ছিল "বিলাল"। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এক মাসের মাদানী কাফেলার (নিয়্যতের) বরকতে আমার একটি মাদানী মুন্না জন্ম লাভ করে! শুধু মাত্র একটি নয় বরং পরবর্তীতে আরো দুটি মাদানী মুন্না ভূমিষ্ট হয়। **আল্লাহ্ তাআলার** দয়া দেখুন! আমার সুধারণা অনুযায়ী এক মাসের মাদানী কাফেলার বরকত শুধুমাত্র আমার মাঝে সীমাবদ্ধ রইল না। আমাদের বংশে যারাই পুত্র সন্তান থেকে বঞ্চিত ছিলেন সবারই মাদানী মুন্নার আগমন হয়। আর আনন্দের জোয়ার বয়ে যায়। এই বর্ণনা দেওয়ার সময় اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমি এলাকায় মাদানী কাফেলার যিম্মাদারের পদমর্যাদায় মাদানী কাফেলার বাহার ছড়ানোর চেষ্টা করছি।

আঁখে তুম বা আদব, দেখলো ফযলে রব, মাদানী মুন্নে মিলি, কাফিলে মে চলো।
কঠি কিছমত করি, গোদ হগি হরি, পুরিহো হাছরতে কাফিলে মে চলো।

কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য পূরণ না হওয়াও পুরস্কার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! মাদানী কাফেলার বরকতে মনের আশা কি ভাবে পরিমাণ পূর্ণ হয়। আশার শুস্ক চারণভূমি সবুজ শ্যামলে ভরে যায় এবং মৃত অন্তর জেগে উঠে। কিন্তু এটা স্মরণে রাখুন যে, প্রত্যেকের অন্তরের উদ্দেশ্য পূরণ হওয়াটা জরুরী নয়। বারবার এটা হয়ে থাকে বান্দা যা প্রার্থনা করে তা তার জন্য ভাল নয়। এই জন্য তার প্রার্থনা পূর্ণ করা হয়না। এই পরিস্থিতিতে তার কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য পূরণ না হওয়া নিঃসন্দেহে তার জন্য পুরস্কার। যেমন- সে পুত্র সন্তান প্রার্থনা করছে, কিন্তু তাকে মাদানী মুন্নী প্রদান করা হয়েছে, আর এটা তার জন্য উত্তমই হয়ে থাকে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

কেননা, উদাহরণস্বরূপ- যদি পুত্র সন্তান হতো তাহলে অন্ধ বা হাত পা অক্ষম অথবা সবর্দা রোগাক্রান্ত অবস্থায় থাকত কিংবা সুস্থ হলেও তবে বড় হয়ে হিরোইন আসক্ত, চোর, ডাকাত বা মা-বাবার প্রতি জুলুমকারী হতো। ২য় পারায়, সূরা- বাকারা, আয়াত- ২১৬ এর মধ্যে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

وَ عَسٰۤى اَنْ تُحِبُّوْا شَیْــٴًـا وَّ هُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ؕ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং সম্ভবতঃ কোন বিষয় তোমাদের নিকট পছন্দনীয় হবে। অথচ তা তোমাদের পক্ষে অকল্যাণকর হয়।

তাবীজের ব্যাপারে ১৩টি মাদানী ফুল

✻ কুরআনের আয়াত পাঠ করার জন্য হায়েয ও নিফাস এবং জানাবাত (তথা গোসল ফরয হওয়া) থেকে পবিত্র হওয়া জরুরী। আর আয়াতের তাবীজ লিখার সময়ও পবিত্রতার প্রতি অবশ্যয় খেয়াল রাখুন। যার উপর গোসল ফরয হয়নি সে অযু ছাড়া স্পর্শ করা ব্যতীত দেখে বা মুখস্থ আয়াত পাঠ করতে পারবে। কিন্তু অযু ছাড়া আয়াতের তাবীজ লিখা তার জন্যও জায়েয নেই। অনুরূপ ভাবে এই ধরণের সবার জন্য এরকম তাবীজ স্পর্শ করা বা এমন আংটি স্পর্শ করা বা পরিধান করা হারাম, যেমন- হরফে মুকাত্তিয়াতের আংটি। ✻ যদি আয়াতের তাবীজ কাপড়, রেক্সিন বা চামড়া ইত্যাদিতে সেলাই করা থাকে তবে গোসলবিহীন এবং অযু ছাড়া সকলের জন্য তা স্পর্শ করা, পরিধান করা জায়েয। ✻ তাবীজ সব সময় এই ভাবেই লিখবেন যাতে প্রত্যেক বৃত্তকার হরফগুলোর গোলাকৃতি খোলা থাকে। অর্থাৎ এই ভাবে ط, ظ, ه, ھ, ص, ض, و, م, ف, ق ইত্যাদি। ✻ আয়াত প্রভৃতির মধ্যে ইরাব (তথা যের, যবর, পেশ ইত্যাদি) লাগানো জরুরী নয়। ✻ পরিধান করার তাবীজ সব সময় ওয়াটার প্রুফ কালি যেমন- বল পয়েন্ট দিয়ে লিখবে। ✻ তাবীজ মুড়ানোর সময় প্রথমে (এটা) পাঠ করুন: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ نُوْرٌ مِّنْ نُوْرِ اللّٰه ।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" **(মাতালিউল মুসার্‌রাত)**

✻ আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাবীজ ভাজ করার সময় ডান দিক থেকেই ভাজ করতেন। ✻ তাবীজ পরিধানকারীর উচিত হচ্ছে ঘাম ও পানি ইত্যাদির প্রভাব থেকে রক্ষা করার জন্য তাবীজকে মোম ভর্তি করে নেওয়া। (অর্থাৎ মোমের মধ্যে ভিজানো কাপড়ের টুকরা জড়িয়ে নিন) অথবা প্লাষ্টিক বাঁধিয়ে নিন, তার পর কাপড়, রেক্সিন বা চামড়া ইত্যাদিতে সেলাই করে নিন। ✻ স্বর্ণ, রূপা বা অন্য কোন ধাতুর **(METAL)** কৌটায় তাবীজ পরিধান করা পুরুষের জন্য জায়েয নেই। অনুরূপভাবে ধাতুর চেইন **(METAL CHAIN)** পরিধান করা চাই তাতে তাবীজ থাকুক বা না থাকুক পুরুষের জন্য গুনাহ। ✻ স্বর্ণ, রূপা এবং ষ্টিল ইত্যাদি যে কোন ধাতুর **(METAL)** টুকরা বা অলংঙ্কার বিশেষ যার মধ্যে কিছু লিখা থাকুক বা না থাকুক অথবা **আল্লাহ্**র পবিত্র নাম কিংবা কলেমায়ে তায়্যিব ইত্যাদি ক্ষুদাই করা হয়েছে এমন বস্তু পরিধান করা পুরুষের জন্য নাজায়েয। ✻ মহিলারা স্বর্ণ, রূপার কৌটায় তাবীজ পরিধান করতে পারবে। ✻ যে থালা, পেয়ালা বা প্লেট ইত্যাদিতে কুরআনের আয়াত লিখা হয়েছে, তার ব্যবহার মাকরূহ অবশ্য শিফার নিয়্যতে পানি পান করা যেতে পারে। কিন্তু গোসলবিহীন বা অযু ছাড়া এবং হায়েয ও নিফাস বিশিষ্ট মহিলার জন্য আয়াত বিশিষ্ট বাসন স্পর্শ করা হারাম। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩২৭ পৃষ্ঠা) আয়াত বিশিষ্ট বাসনের পানি কোন নাবালিগ বাচ্চা বা অন্য কোন বাসনে ঢেলে দেয়, তবে সব ধরণের রোগী ও সুস্থ লোক পান করতে পারবে।

৪০টি রূহানী চিকিৎসা

নিঃসন্তানদের ৪টি রূহানী চিকিৎসা

(প্রত্যেক তাসবীহর শুরু ও শেষে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করে নিন)

(১) প্রত্যেক নামাযের পর ৩০০ বার بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পাঠ করার অভ্যাস করে নিন, اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ সন্তানের অধিকারী হবেন (ইসলামী বোন ও ইসলামী ভাই উভয়ে পাঠ করতে পারবেন)।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

(২) স্বামী-স্ত্রী উভয়ে ৫৬ বার لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ মাঝ রাতে পাঠ করে "মিলন" করবে, তাহলে **আল্লাহ্ তাআলার** রহমতে নেককার সন্তানের জন্ম হবে যে, মা-বাবার জন্য প্রশান্তির কারণ হবে। (৩) يَا اَوَّلُ প্রত্যেক দিন ৪১বার পাঠ করবে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সন্তানের অধিকারী হবেন। (সময়সীমা ৪০ দিন) (৪) ৪০টি লবঙ্গ নিয়ে প্রত্যেকটির উপর সূরা নূরের ৪০নং আয়াত সাত বার পাঠ করে ফুঁক দিবেন (যে কেউ পাঠ করতে পারবেন)। যে দিন স্ত্রী হায়েয থেকে পবিত্র হবে, গোসল করে ঐ দিন থেকে শুরু করে প্রত্যেক দিন শোয়ার সময় একটি করে লবঙ্গ খাওয়া শুরু করবে এবং এরপর পানি পান করবে না। আর ঐ ৪০ দিনের মধ্যে স্বামীর সাথে কমপক্ষে একবার অবশ্যই "মিলন" করবে, (এর চেয়ে অধিক করলেও অসুবিধা নেই) اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সন্তান নসীব হবে।

পুত্র সন্তানের জন্য ১০টি রূহানী চিকিৎসা

(প্রত্যেক তাসবীহর শুরু ও শেষে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করে নিন)

(৫) يَا مُتَكَبِّرُ ১০ বার, স্ত্রীর সাথে "মিলন" করার পূর্বে পাঠকারী ব্যক্তি اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ নেককার পুত্র সন্তানের পিতা হবে। (৬) গর্ভবতী শাহাদাত আঙ্গুল নিজের নাভীর চারপাশে ঘুরানোর সময় يَا مَتِيْنُ ৭০ বার পাঠ করবে। এই আমল ৪০ দিন পর্যন্ত চালু রাখবে। **আল্লাহ্ তাআলার** দয়ায় পুত্র সন্তান হবে। এই আমলে সব রোগের শিফা রয়েছে। যে কোন ধরণের রোগী এই আমল করে, তাহলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ শিফা পাবে। (নাভী থেকে কাপড় সরানোর প্রয়োজন নেই, কাপড়ের উপর থেকে এই আমল করা যাবে) (৭) গর্ভ শুরু হওয়ার প্রথম মাসে যে কোন দিন শুধুমাত্র একবার স্ত্রীর ডান পার্শ্বের পাজরে ৫৪ বার لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ লিখে দিবে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ পুত্র সন্তানের পিতা হবে।

www.dawateislami.net

কালি **(NIK)** ছাড়াই শুধুমাত্র শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা লিখবে, ইরাব দিবে না। একবার লিখে তার উপর বারবার লিখাতে কোন অসুবিধা নেই) (৮) নিঃসন্তান পুরুষ ব্যক্তি ৭টি নফল রোযা রাখবে আর প্রত্যেক দিন ইফতারের সময় যখন নিকটবর্তী হয় তখন يَا مُصَوِّرُ ২১ বার পাঠ করবে, আর পানিতে ফুঁক দিয়ে স্ত্রীকে পান করিয়ে দিবে। (যদি স্ত্রীও রোযাদার হয় তবে তিনি চাইলে ঐ পানি দিয়ে রোযার ইফতারি করতে পারবে) **আল্লাহ্ তাআলার** দয়ায় নেককার পুত্র সন্তানের জন্ম হবে। বন্ধ্যা মহিলাও চাইলে এই আমল করতে পারবে এবং ফুঁক দিয়ে ঐ পানি দিয়ে ইফতার করবে। (ইচ্ছা করলে উভয়ে আলাদা আলাদা সময়েও এই আমল করতে পারবে) (৯) গর্ভের ৩ মাস ২০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর ধারাবাহিক ৪০ দিন পর্যন্ত প্রত্যেক দিন গর্ভবতী এই আমল করবে, প্রথমে এগার বার দরূদ শরীফ অতঃপর প্রত্যেকবার بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ এর সাথে ৭ বার সূরা ইয়াসিন শরীফ পাঠ করবে। তারপর শেষে ১১ বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে এবং পানিতে ফুঁক দিয়ে পান করে নিবে। (শুদ্ধ ভাবে পাঠ করতে পারলে তবেই এই আমল করবে। পাঠ করার সময় কোন কথা বলবে না) اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ নেককার পুত্র সন্তান হবে। (১০) গর্ভবতীর পেটের উপর হাত রেখে স্বামী এই ভাবে বলবে: اِنْ كَانَ ذَكَرًا فَقَدْ سَمَّيْتُهٗ مُحَمَّدًا **অনুবাদ:** যদি পুত্র সন্তান হয় তবে এর নাম মুহাম্মদ রাখলাম। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ পুত্র সন্তান হবে। (যদি বলার সময় আরবী ইবারতের অর্থ মনে থাকে তাহলে অর্থ বলার প্রয়োজন নেই নতুবা অর্থ সহ বলে নিন। (১১) পুত্র সন্তান না হলে, নিঃসন্তান হলে, গর্ভপাত হলে বা জন্মের পর বাচ্চা মারা গেলে, তবে কাঁচা সূতার সাতটি সূতা মহিলাকে একেবারে সোজা দাড় করিয়ে বা সোজা করে শুয়ায়ে তার কপালের চুল থেকে পায়ের আঙ্গুল পর্যন্ত মেপে নিন এবং সাতটি সূতা মিলিয়ে এর উপর ১১ বার এই ভাবে আয়াতুল কুরসী পাঠ করুন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

প্রত্যেকবার একটা করে গীরা লাগাতে থাকুন এবং ফুঁক দিতে থাকুন। এ গীরা বিশিষ্ট সূতা (প্রয়োজন অনুসারে কাপড়ের বড় পট্টিতে লম্বা করে রেখে সেলাই করে নিন, যাতে পেট বড় হতে থাকলেও কাজে আসে। তারপরও যদি ছোট হয়, তবে কাপড়ের পট্টির সাথে জোড়া লাগাতে পারবেন। মহিলার কোমরে বেঁধে দিন। যতক্ষণ পর্যন্ত বাচ্চা ভূমিষ্ট না হয় ততক্ষন পর্যন্ত খুলবেন না, এমনকি গোসলের সময়ও আলাদা করবেন না। যখন গর্ভের চিহ্ন প্রকাশ পায়। তখন ঘরে রান্নাকৃত সাদা মিষ্টি দ্রব্য, যেমন- সাদা মিষ্টি চাউল) এর উপর ছরকারে বাগদাদ হুযুর গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ, হযরত সায়্যিদুনা শায়খ মুহাম্মদ আফযল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এবং হযরত সায়্যিদুনা আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এদের নামে ফাতিহা দিন। আর মহিলা দুই রাকাত নফল নামায আদায় করে, তারপর দাড়িয়ে বাগদাদ শরীফের দিকে মুখ[১] করে এই ভাবে আরয করবে: ইয়া গাউছে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ! যদি আমার পুত্র সন্তান হয় তবে আপনার গোলামীতে দিয়ে দিব, আর তার নাম রাখব গোলাম মহিউদ্দিন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ পুত্র সন্তানই হবে। যখন বাচ্চা ভূমিষ্ট হবে তখন গোসল দিয়ে কানে আযান দেওয়ার পর ঐ গীরা বিশিষ্ট সূতা মায়ের কোমর থেকে খুলে বাচ্চার গলায় পরিয়ে দিবে। (ইচ্ছা করলে কাপড়ের পট্টি খুলে প্রকৃত গীরা বিশিষ্ট সূতাও গলায় দিতে পারবে) আর বাচ্চার জন্ম দিন থেকে প্রতি বছর গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ফাতিহার জন্য এক টাকা আলাদা ভাবে জমা করতে থাকবে। যখন বাচ্চার ১১ বছর হয়ে যাবে, তখন ঐ ১১ টাকা দিয়ে শিরনী বা আরো যতো ইচ্ছা টাকা মিলিয়ে গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ফাতিহা করবে এবং তারপর ঐ গীরা বিশিষ্ট সূতাকে কোন নিরাপদ স্থানে দাফন করে দিবে।

---

[১] পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরের পার্থক্যের দৃষ্টিতে পাকিস্তান থেকে বাগদাদ শরীফের দিক পশ্চিম দিক থেকে উত্তরের দিকে সাত বা আট ডিগ্রির মধ্যে রয়েছে। পাক-ভারত উপ-মহাদেশে কা'বা শরীফের দিকে মুখ করার পর যদি সামান্য ডান দিকে ফিরে যায়, তবে বাগদাদ শরীফের দিকে মুখ হয়ে যাবে।

www.dawateislami.net

(১২) ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র হওয়ার পর যতটুকু সম্ভব কিছু না কিছু দান করে সূরা তাওবা একবার, (শুরু ও শেষে ১১ বার দরূদ শরীফ) পাঠ করবে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ পুত্র সন্তান হবে। (১৩) মহিলা প্রত্যেক নামাযের পর এক তাসবীহ অর্থাৎ- ১০০ বার এই আয়াত শরীফ رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا وَّ اَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ (পারা- ১৭, সূরা- আম্বীয়া, আয়াত- ৮৯) পাঠ করবে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ পুত্র সন্তান হবে। (১৪) স্বামী-স্ত্রী উভয়ে প্রত্যেক দিন ১০১ বার সূরা কাউছার পাঠ করবে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ খুব তাড়াতাড়ি পুত্র সন্তানের মা-বাবা হয়ে যাবেন।

প্রসবের সময় সহজতা লাভের ৫টি রূহানী চিকিৎসা

(১৫) প্রসব বেদনায় যদি খুব বেশি কষ্ট হয়, তখন মহিলা মুহরে নবুয়ত শরীফের ছবি এবং নালাইন পাকের নকশা হাতের মুঠোয় চেপে ধরবে বা হাতের বাহুতে বাঁধবে। যতক্ষন পর্যন্ত সতর ঢাকা থাকবে يَا اَللّٰهُ এর ওযীফা পাঠ করবে। যদি শুয়ে থাকে তবে ওযীফা পাঠ করার সময় পা গুটিয়ে নিবে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ কয়েক মিনিটের মধ্যে ভূমিষ্ট হয়ে যাবে। (১৬) يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ ১১১ বার (শুরু ও শেষে একবার দরূদ শরীফ) পাঠ করে প্রসব বেদনায় আক্রান্ত মহিলার পেটে ও কোমরে ফুঁক দিবে বা লিখে বেঁধে দিবে। **আল্লাহ্ তাআলার** দয়ায় প্রসব বেদনায় প্রশান্তি পাবে আর সহজে বাচ্চা ভূমিষ্ট হবে। (১৭) সূরা ইনশিক্বাক্ব এর প্রথম পাঁচ আয়াত (اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ ۙ وَ اَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَ حُقَّتْ ۙ وَ اِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ ۙ وَ اَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَ تَخَلَّتْ ۙ وَ اَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَ حُقَّتْ ۙ) তিনবার, (শুরু ও শেষে ৩ বার দরূদ শরীফ) পাঠ করবে। প্রত্যেক বার শুরুতে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পাঠ করে নিন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

তারপর পানিতে ফুঁক দিন, সময়ে সময়ে এ আয়াত সমূহ পাঠ করতে থাকুন। ইসলামী বোন পাঠ করতে না পারলে অন্য কেউ পাঠ করে ফুঁক দিয়ে পান করাতে পারবে। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ প্রসব বেদনায় আরাম পাবেন আর যদি বাচ্চা বাঁকা হয়ে যায়, তবে সোজা হয়ে যাবে। **আল্লাহ্ তাআলা** চান তো অপারেশনের ভীতিও দূর হয়ে যাবে। (চিকিৎসার সময় সীমা: উদ্দেশ্য পূরণ হওয়া পর্যন্ত) (১৮) গর্ভবতী মহিলা প্রতি দিন সূরা মরিয়ম তিলাওয়াত করবে। এর বরকত اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তিনি নিজেই দেখতে পাবেন। প্রসব বেদনায় প্রশান্তি এবং **আল্লাহ্ তাআলার** দয়ায় সহজেই বাচ্চা ভূমিষ্ট হবে। (১৯) يَا قَوِيُّ ১০০ বার গর্ভবতী পাঠ করে গর্ভবতী মহিলা নিজের পেটে ফুঁক দিতে থাকবে। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ বাচ্চা সোজা হয়ে যাবে, আর অপারেশনের প্রয়োজন হবে না।

প্রসবে সহজতা লাভের জন্য দেশীয় চিকিৎসা

গর্ভবতীর নয় মাসের শুরুতে নির্দিষ্ট পরিমান গাভীর দুধ, যা নিজে দোহন করেছে এমন, বাজারের নয়। এর মধ্যে পাচঁটি মুনাক্কা (বিচি বের করে) এবং দশ ফোঁটা বাদামের তেল **(ALMOND OIL)** ঢেলে প্রতি দিন সন্ধ্যায় পান করাবে। যদি বাদামের তেল পাওয়া না যায় তবে গাভীর কুসুম গরম দুধে গাভীর ঘি মিশিয়ে পান করে নিন। আর যদি গাভীর দুধ পাওয়া না যায়, তবে মহিষ বা ছাগলের খাঁটি দুধ ও ব্যবহার করা যেতে পারে। এই ভাবে করলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ কোষ্ঠকাঠিন্য হবে না, অনুরূপভাবে দুঃচিন্তা, বমি বমি ভাব, রগ ধরা এবং হাঁটুর ব্যথা থেকেও বেঁচে থাকবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ অপারেশন ছাড়াই সন্তান ভূমিষ্ট হয়ে যাবে। এই চিকিৎসাতে ব্লাড প্রেসার বাড়াব কোন ভয় নেই বরং যদি গর্ভবতীর ব্লাড প্রেসারও হয় তবে এই চিকিৎসার দ্বারা اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ উপকার হবে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" **(মাজমাউয যাওয়ায়েদ)**

গর্ভপাত থেকে বাঁচার ৪টি রূহানী চিকিৎসা

(২০) গর্ভধারণ হওয়ার পর يَاحَيُّ يَاحَافِظُ يَامُصَوِّرُ ১১০০ বার নিয়মিত ৪০ দিন পর্যন্ত পাঠ করবে। প্রতি দিন একই সময়ে ও একই জায়গায়ই পাঠ করলে বেশি উত্তম হবে। **আল্লাহ্ তাআলার** দয়ায় গর্ভ নিরাপদ থাকবে। (২১) لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ৫৫ বার লিখে তাবিজ বানিয়ে গর্ভবতীকে পরিধান করিয়ে দিন। **আল্লাহ্ তাআলার** দয়ায় গর্ভ সংরক্ষিত থাকবে এবং মাদানী মুন্না বা মাদানী মুন্নী ও বিপদ-আপদ থেকে নিরাপদ থাকবে। (২২) يَا اللّٰهُ ১০০১ বার লিখে তাবীজ বানিয়ে গর্ভধারনের প্রথম থেকে ৪০ দিন পর্যন্ত গর্ভবতীকে বেঁধে দিন, অতঃপর খুলে ৯ মাসে দ্বিতীয় বার পরিয়ে দিন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ গর্ভ নিরাপদ থাকবে এবং সুস্থ মাদানী মুন্না বা মাদানী মুন্নী ভূমিষ্ট হবে। এখন খুলে মাদানী মুন্না বা মুন্নীকে পরিয়ে দিন।

(২৩) يَاحَيُّ يَاقَيُّوْمُ ১১১ বার বল পয়েন্ট দিয়ে কাগজে লিখে গর্ভধারন হওয়ার পর মহিলা নিজের পেটে বাঁধবে এবং বাচ্চা জন্মের আগ পর্যন্ত বাঁধা থাকবে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সুস্থ মাদানী মুন্না ভূমিষ্ট হবে। (গর্ভবতী নিজে লিখতে না পারলে অন্য কেউ দিয়ে লিখে দিতে পারবে)

স্তন ফোলার ২টি রূহানী চিকিৎসা

(২৪) সূরা ইখলাছ, সূরা ফালাক, সূরা নাস ১০ বার পানিতে ফুঁক দিয়ে পান করানো হলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ ফোলা থেকে মুক্তি পাবে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

(২৫) (وَ اِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ ﴿۸۰﴾)[১] (قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّ شِفَآءٌ ؕ)[২] দুধ আসার জায়গা যদি ফোলে যায় তাহলে মহিলা এই আয়াত পাঠ করে হাতে ফুঁক দিয়ে ফোলা জায়গায় মালিশ করবে।

ঋতুস্রাব রোগের ৪টি রূহানী চিকিৎসা

(২৬) صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا یَرْجِعُوْنَ ﴿۱۸﴾ যদি হায়েয বা ঋতুস্রাবের রক্ত খুব বেশি পরিমাণ আসে তবে এই আয়াতে মোবারকা লিখে পেটে বাঁধা যাবে। (২৭) যদি হায়েয কম হওয়ার রোগ হয়, তবে প্রতি দিন ৩৪১ বার উক্ত আয়াতে করীমা পাঠ করে জমজম শরীফের পানিতে ফুঁক দিবে, ১১ দিন পর্যন্ত রোগীকে পান করাবে। (২৮) হায়েযের রক্ত বেশি পরিমাণে আসা অবস্থায় প্রতি সাত দিন পর্যন্ত একবার সূরা দাহর পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে পান করাবে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ রক্ত আসা বন্ধ হয়ে যাবে। (২৯) সূরা কাউছার প্রতি দিন ৩১৩ বার পাঠ করে বৃষ্টির পানিতে ফুঁক দিয়ে পান করা অতিরিক্ত হায়েয আসা রোগের জন্য অনেক উপকারী।

মায়ের দুধের ঘাটতি দূর করার ৬টি রূহানী চিকিৎসা

(৩০) لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ ১১ বার কাগজ বা প্লেটে লিখে পানি দিয়ে ধূয়ে ঐ মহিলাকে পান করানো যাবে, যার ছোট বাচ্চাকে পান করানোর জন্য দুধ আসেনা অথবা খুব কম আসে। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ দুধ আসা বেড়ে যাবে, যদি এই পানি কোন গর্ভবতী মহিলাকে পান করানো যায়, তবে **আল্লাহ্ তাআলা**র অনুগ্রহ ও দয়ায় গর্ভ নিরাপদ থাকবে।

---

[১] (পারা- ১৯, সূরা- শু'আরা, আয়াত- ৮০)
[২] (পারা- ২৪, সূরা- হা-মিম সিজদা, আয়াত- ৪৪)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” **(কানযুল উম্মাল)**

(৩১) يَامَتِيْنُ (হে শক্তিশালী) মায়ের দুধ যদি কম আসে তাহলে এই পবিত্র নাম লিখে পান করিয়ে দিন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ দুধ আসা বৃদ্ধি পাবে। যে বাচ্চার দুধ ছাড়ানো হয়েছে তাকে (পবিত্র নামটি) কাগজে লিখে পান করিয়ে দিন, তার প্রশান্তি অনুভব হবে। (৩২) هُوَالْحَيُّ الْقَيُّوْم ৩০০বার পাঠ করে ফুঁক দিন, মায়ের দুধের ঘাটতি দূর করার জন্য খুবই উপকারী।

(৩৩) (وَهِيَ تَجْرِيْ بِهِمْ فِيْ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ)[১] (فِيْهِمَا عَيْنٰنِ تَجْرِيٰنِ ۝)[২] (وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّ مُوْسٰٓى اَنْ اَرْضِعِيْهِ ۚ فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِى الْيَمِّ وَلَا تَخَافِيْ وَلَا تَحْزَنِيْ ۚ اِنَّا رَآدُّوْهُ اِلَيْكِ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝)[৩] (فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝)[৪]
যদি মহিলার দুধ না আসে, তবে এই আয়াতে করীমাগুলো ১০১ বার পাঠ করে বৃষ্টির পানিতে ফুঁক দিয়ে পান করানো যাবে বা মহিলা নিজেই ফুঁক দিয়ে পান করতে পারবে। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ বেশি পরিমাণ দুধ আসতে থাকবে।

(৩৪) (وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ ۝)[৫] (قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ)[৬]
যদি দুধ কম আসে তবে এই আয়াতে মোবারক ২১ বার পাঠ করে বা পাঠ করিয়ে পানিতে ফুঁক দিয়ে ২১ দিন পর্যন্ত মহিলা পান করবে এবং এটি লিখে (বা লিখিয়ে) নিজের বুকের উপর বেঁধে নিন। (৩৫) যদি দুধ কম আসে, তবে এ আয়াত মোবারকা খামিরী রুটিতে লিখে (বা লিখিয়ে) মহিলা সাত দিন পর্যন্ত খাবে।

---

[১] (পারা- ১২, সূরা- হুদ, আয়াত- ৪২)
[২] (পারা- ২৭, সূরা- আর রহমান, আয়াত- ৫০)
[৩] (পারা- ২০, সূরা- আল ক্বাছাছ, আয়াত- ৭)
[৪] (পারা- ২৭, সূরা- আর রহমান, আয়াত- ১৩)
[৫] (পারা- ১৯, সূরা- শু'আরা, আয়াত- ৮০)
[৬] (পারা- ২৪, সূরা- হা-মিম সিজদা, আয়াত- ৪৪)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

(৩৬) মাদানী মুন্না (ছেলে) দুধ পান করতে থাকবে

যদি মাদানী মুন্না বা মাদানী মুন্নী দুধ পান না করে, তবে يَاحَيُّ يَاقَيُّوْمُ ১০০ বার লিখে নদীর পানিতে ধূয়ে পান করাবে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ দুধ পান করতে থাকবে এবং জিদ করবে না।

(৩৭) দুধ ছাড়ানোর জন্য

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ১৮ বার লিখে তাবীজ বানিয়ে মাদানী মুন্নী বা মাদানী মুন্নার গলায় পরিয়ে দিন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ দুধ ছেড়ে দিবে।

দুধ পান করানোর জরুরী মাসয়ালা

হিজরী সনের (তথা আরবী মাসের) হিসাব অনুসারে দুই বছর বয়স পর্যন্ত বাচ্চাকে তার মা (বা অন্য কোন মহিলা) দুধ পান করাতে পারবে। দুই বছর বয়সের পর মা বা অন্য কোন মহিলার দুধ পান করানো গুনাহ ও হারাম আর জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ। কিন্তু আড়াই বছর বয়সের মধ্যে যদি বাচ্চা কোন মহিলার দুধ পান করে নেয়। তবে দুধের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে যাবে।

(৩৮) অবাধ্য সন্তানের জন্য রূহানী চিকিৎসা

يَاشَهِيْدُ (হে প্রকাশ্য অপ্রকাশ্যের জ্ঞাত) সকালে (সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে) অবাধ্য পুত্র বা কন্যা সন্তানের কপালে হাত রেখে আসমানের দিকে মুখ করে যে ২১ বার পাঠ করবে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তার পুত্র বা কন্যা সন্তান নেককার হবে। (সময় সীমা: উদ্দেশ্য পূরণ হওয়া পর্যন্ত)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

(৩৯) আমলহীন (ব্যক্তির) জন্য রূহানী চিকিৎসা

আমলহীন ব্যক্তি যখন ঘুমিয়ে থাকবে। ঐ সময় কমপক্ষে ৩ ফুট (অর্থাৎ অন্তত এক মিটার) দূরত্বে কোন নামাযী ইসলামী ভাই বা ইসলামী বোন একবার সূরা ইখলাছ একটু উঁচু আওয়াজে পাঠ করবে। কিন্তু এতটুকুই সতর্কতা আবশ্যক রয়েছে, যাতে তার চোখ খুলে না যায়। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ ঘুমন্ত ব্যক্তি আমলদার হয়ে যাবে, আমলহীন মহিলার জন্যও এই আমল করা যেতে পারে।

(৪০) স্বামীকে নেককার ও নামাযী বানানোর উপায়

যদি কোন মহিলার স্বামী মন্দ স্বভাবের হয় আর ঘরে সব সময় ঝগড়া চলতে থাকে তবে প্রত্যেক বার بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ এর সাথে এগারশত এগারবার (১১১১) সূরা ফাতিহা পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে নিজের স্বামীকে পান করাবে। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ স্বামী নেককার ও নামাযী হয়ে যাবে। এই আমল এমনভাবে করবেন যাতে স্বামী ও অন্যান্যরা জানতে না পারে। কেননা, ভুল বুঝাবুঝির কারণে ঘরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে । ইচ্ছা করলে কুলার ইত্যাদিতে ফুঁক দিন আর যেখান থেকে স্বামী সহ সবাই পানি পান করে থাকে।

মদীনার ভালবাসা, জান্নাতুল বাক্বী,
ক্ষমা ও বিনা হিসাবে জান্নাতুল
ফিরদাউসে প্রিয় আক্বা ﷺ এর
প্রতিবেশী হওয়ার প্রত্যাশী।

৬ই রবিউল আউয়াল, ১৪৩৬ হিঃ
২৭-০১-২০১৫ইং

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।" **(আল কওলুল বদী)**

তথ্যসূত্র

কিতাব	প্রকাশনা	কিতাব	প্রকাশনা
কুরআন মজিদ		সুনানে দারেমী	দারুল কিতাব আল আরবী, বৈরুত
তাফসীরে কবীর	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	মুসতাদরাক	দারুল মারেফা বৈরুত
খাযায়িনুল ইরফান	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, কারাচী	আল ফিরদৌস বিমাচুরিল খাত্তাব	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
বুখারী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	মাজমাউয যাওয়ায়েদ	দারুল ফিকির, বৈরুত
মুসলিম	দারু ইবনে হাজম, বৈরুত	কানযুল উম্মাল	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
আবু দাউদ	দারুল ইহ্ইয়াউত তুরাছিল আরবী, বৈরুত	দূররে মুখতার	দারুল মারেফা বৈরুত
তিরমিযী	দারুল ফিকির, বৈরুত	ইহ্ইয়াউল উলুম	দারু সাদের, বৈরুত
ইবনে মাজাহ	দারুল ফিকির, বৈরুত	শরহুস যুরকানী	দারে ছাদের, বৈরুত
মুসনাদে ইমাম আহমদ	দারুল ফিকির, বৈরুত	তাফহীমুল বুখারী	তাফহীমুল বুখারী পাবলিকেশন্স, সারদারাদ, ফয়সালাবাদ
মুওজাম আওসাত	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	সীরাতে মুস্তফা	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, কারাচী

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

এই রিসালাটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল **মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه উর্দূ ভাষায় লিখেছেন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অনুবাদ মজলিশ এই রিসালাটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব হাসিল করুন।

(মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশি উপকার হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দা'ওয়াতে ইসলামী (অনুবাদ মজলিশ)

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা।

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।

কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

e-mail :

bdmaktabatulmadina26@gmail.com,

bdtarajim@gmail.com **web :** www.dawateislami.net

এই রিসালাটি পড়ে অন্যকে দিয়ে দিন

বিয়ের অনুষ্ঠান, ইজতিমা সমূহ, মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ এবং জুলুসে মীলাদ ইত্যাদিতে **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত রিসালা সমূহ বন্টন করে সাওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সাওয়াবের নিয়্যতে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য নিজের দোকানে রিসালা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হকার বা বাচ্চাদের দিয়ে নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে **সুন্নাতে ভরা** রিসালা পৌঁছিয়ে **নেকীর দাওয়াত** প্রসার করুন এবং প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

www.dawateislami.net

কন্যা সন্তানের ৭টি হক

আমার আক্বা আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযভ খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: কন্যা সন্তান জন্মলাভের কারণে অসন্তুষ্ট হবেন না বরং আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামত মনে করুন ❄ কন্যাদের সাথে বেশি মন খুশি করা এবং খবরা খবর নিতে থাকবে। কেননা, তাদের অন্তর খুব নাজুক হয়ে থাকে ❄ কিছু দেওয়ার সময় তাদের এবং ছেলেদের মাঝে পরিমাপ সমান রাখুন ❄ যে জিনিস দিবেন প্রথমে তাদেরকে (অর্থাৎ কন্যাদেরকে) দিবেন তার পর ছেলেদেরকে দিবেন ❄ নয় বছর বয়স থেকে নিজের সাথে শুয়াবেন না এবং নিজের আপন ভাই ইত্যাদির সাথে শুতে দিবেন না ❄ এ বয়স থেকে বিশেষ কড়া নযর দেয়া শুরু করবেন, বিয়ের অনুষ্ঠানে যেখানে নাচ-গান হয় কখনো সেখানে যেগে দিবেন না ❄ কোন ফাসিক ফাজির বিশেষত বদ মাযহাব ব্যক্তির সাথে বিয়ে দিবেন না।

(মাশআলাতুল ইরশাদ, ২৭-২৮ পৃষ্ঠা, মাকতাবাতুল মদীনা)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

জামেয়াতুল মদীনা (মহিলা শাখা) তাজমহল রোড, মুহাম্মদপুর, ঢাকা। মোবাইল: ০১৭৪২৯৫৩৮৩৬

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯, ০১৮১৩৬৭১৫৭২

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com

bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net